মৌমাছি পালন
BEEKEEPING

Krishi Vigyan Kendra Gomati
Rangkang, Amarpur-799101

মৌমাছির খাদ্য ঃ পরাগ, মধু ও জল

কৃত্রিম খাদ্য দান ঃ

শুখা মরশুমে চিনি ও জল ১ঃ২ অনুপাতে এবং শীত ও বর্ষার সময় ১ঃ১ অনুপাতে শিরা। এই কৃত্রিম খাদ্য দান দুই প্রকার ১) খাদ্যাভাবে খাদ্যদান ও ২) উত্তেজক খাদ্যদান।

মৌমাছির স্বভাব ঃ

সাধারণত স্ত্রী জাতীয় শ্রমিক মৌমাছিরা হুল ফুটায়। ভারতীয় মৌমাছির স্বভাব সাধারণত শান্ত কিন্তু আঘাত পেলে তারা হুল ফোটাতে পারে। রাণী মৌমাছির হুল আছে কিন্তু রাণী সাধারণত হুল ফুটায় না। পুরু মৌমাছির হুল নাই।

মৌ চাষের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ঃ

মৌ বাক্স	ঃ মৌমাছি বসবাসের জন্য।
হাইভ স্ট্যান্ড	ঃ মৌ বাক্স রাখার জন্য।
মধু নিষ্কাষন যন্ত্র	ঃ চাক থেকে মধু নিষ্কাষন করার জন্য।
কেপচারিং বক্স	ঃ দূরবর্তী স্থান থেকে এবং সুয়ার্ম করা কলোনীকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আনা - নেওয়া করার জন্য, প্রয়োজনে মৌ কলোনী ভাগ করার কাজে ব্যবহৃত হয়।
বি-ভেইল	ঃ মুখ আচ্ছাদন করার জন্য। ধুয়া ধানী ঃ ধুয়া দেওয়ার জন্য।
কুইন এক্সক্লুডার সীট	ঃ রানীকে সুপার চেম্বারে প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য।
সুয়ার্ম ক্যাচিং নেট	ঃ সুয়ার্ম করা মৌচাক ধরার জন্য।
বি-ভেইল	ঃ মুখ আচ্ছাদন করার জন্য।
ধুয়া ধানী	ঃ ধুয়া দেওয়ার জন্য।
কুইন গেট	ঃ মৌ রানীকে আটকানোর জন্য।
ছুরি	ঃ চাক ও মৌ বাক্স পরিস্কার করার জন্য।
ফিডার	ঃ খাদ্য দানের পাত্র যার মধ্যে চিনির শিরা রেখে বাক্সের ভিতর দিলে মৌমাছি সহজে তা খেতে পারে।

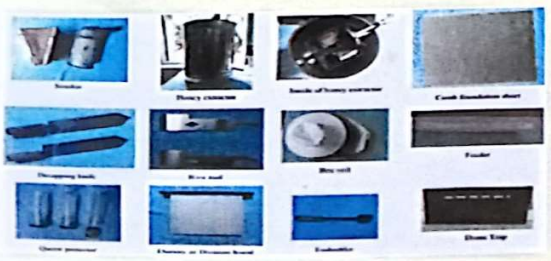

Prepared by:
Dr. Binoy Tripura, SMS (Agricultural Extension)
Krishi Vigyan Kendra Gomati, Amarpur-799101

Published by:
Senior Scientist and Head, KVK Gomati, Amarpur-799101
Email kvkgomati@gmail.com

মৌমাছি কি ?

মৌমাছি একটি উপকারী পতঙ্গ। বিভিন্ন ফল ফুল থেকে পুষ্পরস সংগ্রহ করে নিয়মিত মধু উৎপাদনই মৌমাছির স্বভাব। পরাগ সংযোগে সাহায্য করে। কৃষি এবং কৃষকের উপকারী বন্ধু।

মৌমাছির প্রকার ঃ

১) ডাঁস বা পাহারীয়া মৌমাছি ঃ

এরা আকারে সব থেকে বড়, স্বভাবে বন্য ও যাযাবর। গাছের ডালে বা পাহাড়ের গায়ে বা উঁচু বাড়ীর দেওয়ালে এরা একটা বড় চাক তৈরী করে। এদের পোষ মানানো যায় না। এদের হুলেও খুব বেশী পরিমাণ বিষ থাকে। এদের সংগ্রহ ক্ষমতা সব থেকে বেশী।

২) ভারতীয় মৌমাছি ঃ

আকারে ডাঁস ও ইউরোপীয় মৌমাছির তুলনায় ছোট। অন্ধকারে গাছের কোটরে, ভাঙা বড় পাত্রে, মাটির দেওয়ালের গর্তে, ইত্যাদি জায়গায় একাধিক চাক তৈরী করে। এরা সহজে পোষ মানে, একই জায়গায় দীর্ঘ দিন থাকে।

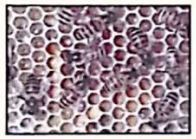

৩) ক্ষুদে মৌমাছি ঃ

আকারে ভারতীয় মৌমাছির থেকে বেশ ছোট। খোলা জায়গায় একটি মাত্র ছোটো চাক তৈরী করে। এর থেকে অতি অল্প মধু পাওয়া যায়। স্বভাবে বন্য ও যাযাবর। পালন করা যায় না এবং লাভজনকও নয়।

৪) ইউরোপীয় মৌমাছি ঃ

এদের বিদেশ থেকে ভারতে আমদানী করা হয়ে ছিল এবং বর্তমানে এরা ভারতীয় আবহাওয়ায় মানিয়ে গেছে। এরা আকারে ভারতীয় মৌমাছির থেকে কিছুটা বড় ও সহজে পোষ মানে। এরা ভারতীয় মৌমাছির থেকে অনেক গুণ বেশী মধু উৎপাদন করে ও তাই বেশী লাভ জনক।

৫) ডামার মৌমাছি ঃ

এরা আকারে খুব ছোটো, এদের হুল নেই। মোম আর মাটি দিয়ে চাক তৈরী করে। অন্ধকারে ও এক জায়গায় দীর্ঘদিন থাকে। এর থেকে অতি সামান্য পরিমাণে মধু পাওয়া যায় এবং তা সহজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা যায় না।

মৌমাছিরা কোথায় বাসা বাঁধে ?

মাটির গর্তে, গাছের কুটরে, পরিত্যক্ত ফুলের টব, ফিল্টার, গামলা, উই পোকার পরিত্যক্ত ঢিপিতে, ঘর বা দালানের ফাটলে ইত্যাদি অন্ধকার স্থানে।

মৌমাছিদের জীবন কাল :

- পুরুষ মৌমাছি : ৩-৪ মাস
- শ্রমিক মৌমাছি ৬ মাস
- মধু ঋতুতে ৬ সপ্তাহ।
- রাণী মৌমাছি : ৩-৪ বছর।

সাধারন শ্রমিক মৌমাছির কাজ :

- চাক তৈরী করা
- রাণীর সেবা শুশ্রষা করা
- বাচ্চাদের লালন পালন করা
- কলোনীকে পাহারা দেওয়া
- মোম উৎপাদন করা
- পরাগ ও পুষ্পরস সংগ্রহ করা
- কলোনীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করা।

পুরুষ মৌমাছির কাজ :

- কলোনীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করা।
- নতুন মৌ-রাণীর সাথে মিলন।

রাণী মৌমাছির কাজ :

- চাকের প্রত্যেকটি খালি কুঠুরীতে একটি করে ডিম দেওয়া।
- চাকের বাকি সমস্ত মৌমাছিদের নিয়ন্ত্রন করা।
- রাণী উর্ব্বর ও অনুর্ব্বর দুরকম ডিম দিতে পারে।
- উর্ব্বর বা নিষিক্ত ডিম থেকে জন্মায় রাণী ও অনুর্ব্বর ডিম থেকে জন্মায় পুরুষ মৌমাছি।

মৌমাছির উপযুক্ত বাসস্থান ও পরিবেশ :

নিরব, নিস্তব্ধ, ছায়াযুক্ত, শিতল, ফুলেফলে ভরা স্থান মৌমাছির জন্য উপযুক্ত। মৌ-কলোনীর পাশেই যে ফুল ফলের বাগান থাকতে হবে তেমন নয়, মৌমাছি প্রায় প্রায় দুই কিলোমিটার পর্যন্ত পরিভ্রমন করে পরাগ ও পুষ্পরস আহরন করে থাকে। তবে যত কাছাকাছি ফুলফলের গাছ থাকবে তত কম দুরত্ব দৌড়াতে হয় মৌমাছিদের। তাতে মৌমাছিদের পরিশ্রম কম হয় এবং বেশী পরিমান পরাগ ও পুষ্পরস আনতে সক্ষম হয়। মৌ বাক্স সর্বদা দক্ষিণ-পূর্ব কোণের দিকে রাখা উচিৎ। স্যাতসেতে জায়গা মৌমাছিরা অপছন্দ করে। মৌ বাক্স মানুষের যাতায়াতের পথের দুরে রাখা ভাল। ধোঁয়া মুক্ত স্থান মৌ বাক্সের জন্য উপযুক্ত।

মৌমাছি পালনের পদ্ধতি ঃ

ভারতীয় মৌমাছি আই, এস, আই বাক্সে পালন করা হয়ে থাকে। মৌমাছির ট্রেনিং নিয়ে প্রকৃতি থেকে অথবা কোনো মৌ পালকের কাছ থেকে মৌ কলোনী ক্রয় করে মৌমাছি পালন শুরু করা যায়।

পরিচর্যা ঃ

মধু ঋতুতে প্রতি সপ্তাহে মৌ কলোনী পর্যবেক্ষণ করতে হয়। অন্য সময় দশ থেকে পনের দিন অন্তর অন্তর পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। তবে পিঁপড়ে, টিকটিকি, আরশোলা, ভিমরুল ইত্যাদির আক্রমণ যাতে না হয় তার দিকে সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হয়। মধু ঋতুতে তাদের বংশ বৃদ্ধির অনুপ্রেরনায় প্রথমে পুরুষের ঘর ও পরে রাণীর ঘর তৈরী করে তারা বাক্স ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। সেইজন্য সপ্তাহে এক দিন পরিচর্যা করতে হয় অর্থাৎ পুরুষের ঘর কেটে দিয়ে এবং রানীর ঘর ভেঙ্গে দিয়ে কলোনী শক্তিশালী রাখতে হয়। ফলে মধু বেশী পরিমানে পাওয়া যায়।